'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে BSFIC'র ই-পুর্জি, ই-গেজেট, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৃণমূল পর্যায়ের অবহেলিত আখচাষিদের জীবনমানের উন্নয়নই ঘটাবেনা বরং বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

বিএসএফআইসি'র আইসিটি ও ই-গভর্ণেন্স কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় হতে ই-পুর্জি, ই-গেজেট, ই-পেমেন্ট এবং 'কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার্ভার স্থাপন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে চিনির বিপণন চালুকরণ, HRM, E-filing & ERP চালুকরণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএসএফআইসিকে ২০২১ সালের মধ্যে সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি জনকল্যাণমুখী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

অগ্রগতির পথে তথ্যপ্রযুক্তি

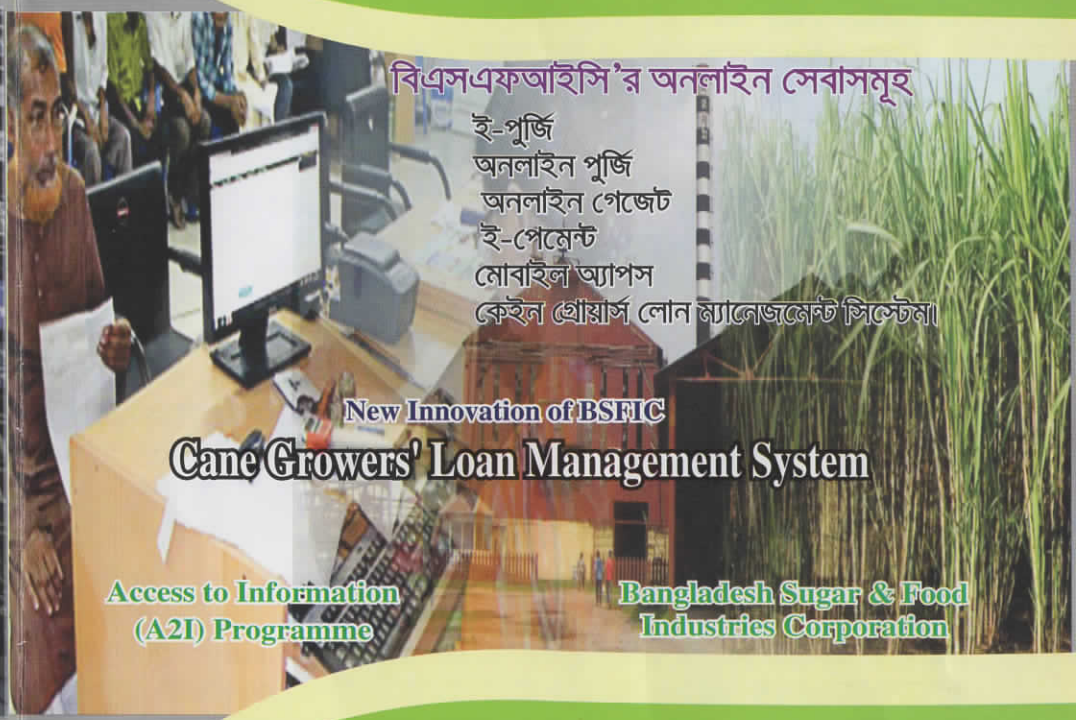

বিএসএফআইসি'র অনলাইন সেবাসমূহ

ই-পুর্জি
অনলাইন পুর্জি
অনলাইন গেজেট
ই-পেমেন্ট
মোবাইল অ্যাপস
কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

New Innovation of BSFIC

Cane Growers' Loan Management System

Access to Information (A2I) Programme

Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

(শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন)

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

পরিচিতি

❖ ১৯৭২ সনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশবলে বাংলাদেশ সুগার মিলস্ করপোরেশন গঠিত হয়।

❖ ১ জুলাই ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ সুগার মিলস্ করপোরেশন ও বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন গঠন করা হয়।

❖ করপোরেশনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

❖ [redacted] সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ১ জন চেয়ারম্যান এবং ৫ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড দ্বারা করপোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ভিশন ঃ "সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত চিনি, চিনিজাতদ্রব্য ও খাদ্যপণ্য সরবরাহ।"

মিশন ঃ "আখচাষি ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, উন্নতজাতের আখ উৎপাদন ও চিনিকলসমূহের আধুনিকায়নের মাধ্যমে মানসম্মত চিনি, চিনিজাত পণ্য ও অন্যান্য খাদ্যপণ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও সরবরাহ।"

বিএসএফআইসি ১৯৯২ সালে ২৮৬ মডেলের দু'টি কম্পিউটারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কিছু কিছু কাজ ওয়ার্ডস্টার এবং লোটাস ১, ২, ৩ এর মাধ্যমে সম্পাদিত হত। ১৯৯৪ সালে ৪৮৬ মডেলের দু'টি কম্পিউটার দিয়ে ডিবেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে একাউন্টিং, স্যালারি সিট কাস্টমাইজড সফটওয়ারগুলোকে ফক্সপ্রো প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করা হয়। পরবর্তীতে কাস্টমাইজড পে-রোল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, একাউন্টিং সফটওয়্যারের ব্যাপক উন্নয়ন করে দাপ্তরিক চাহিদা পূরণ করা হয়। ২০০০ সালে বিএসএফআইসি'তে ২০টি কম্পিউটারের সমন্বয়ে ল্যান ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং ডায়াল-আপ ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে দাপ্তরিক ই-মেইল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০০৬ সালে একটি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট চালু করা হয়। ই-পুর্জির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএসএফআইসি'তে ডিজিটাল সেবার মাইলফলকের সূচনা হয় ২০০৯ সালে। বর্তমানে ই-পুর্জির এসএমএস, অনলাইন পুর্জি, অনলাইন গেজেট, ই-পেমেন্ট, মোবাইল অ্যাপস ইত্যাদি ডিজিটাল সেবা তৃণমূল পর্যায়ে আখচাষিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

ই-পুর্জি ঃ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতাভূক্ত ১৫টি চিনিকল রয়েছে। এসব চিনিকল এলাকার আখচাষিগণ তাদের উৎপাদিত আখ মিলে সরবরাহ করে থাকে। মিল থেকে ইস্যুকৃত বিশেষ অনুমতি পত্রের (পুর্জি) মাধ্যমে চাষিদের নিকট থেকে এসব আখ ক্রয় করা হয়ে থাকে। প্রতি

পুর্জিতে ১২০০ কেজি আখ সরবরাহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মিলের প্রত্যেক ইউনিট এবং আখ ক্রয় কেন্দ্রে আখচাষি প্রতিনিধি ও মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে চাষিদের নিকট থেকে প্রতিদিন কী পরিমাণ আখ ক্রয় করতে হবে সে ব্যাপারে প্রতি ১৫ দিনের জন্য একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রণীত কর্মসূচি অনুসারে মিল থেকে পুর্জি ইস্যু করা হয়ে থাকে। ইস্যুকৃত এসব পুর্জি আখচাষিদের নিকট পুর্জি বিতরণকারীর (মিলের কর্মচারী) মাধ্যমে পৌঁছানো হতো। কিন্তু ২০০২-০৩ মাড়াই মৌসুমে পুর্জি বিতরণকারী পদটি বিলুপ্ত করা হয়। এরপর থেকে সংশ্লিষ্ট ইউনিট ও কেন্দ্রের সিডিএ ও সিআইসি'র মাধ্যমে চাষিদের নিকট পুর্জি পৌঁছানোর কাজটি সম্পন্ন হয়ে আসছে। এই পদ্ধতিতে চাষিদের নিকট পুর্জি পৌঁছাতে বিলম্ব হয়। চাষিকে না পেলে তার নিকট সরাসরি পুর্জি পৌঁছানো সম্ভব হয় না। পুর্জিতে আখ সরবরাহের মেয়াদ থাকে তিনদিন। ফলে সময়মত পুর্জি না পেলে চাষিগণ নির্ধারিত তারিখে মিলে আখ সরবরাহ করতে পারে না। এজন্য চাষিগণ আখ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়রানির শিকার হয়। এ নিয়ে চাষিদের মধ্যে বিভিন্ন অনুযোগ রয়েছে। সমস্যাটি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (A2I : Access to Information) প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১০ সালের ১২ই ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একযোগে সকল চিনিকলে ই-পুর্জি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এর ফলে লক্ষ লক্ষ চাষির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল সেবা। নিশ্চিত করা হয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

বর্তমানে চাষিগণ যে কোন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) অথবা ই-পুর্জির ওয়েবসাইট (https://epurjee.surecashbd.com) থেকে পুর্জি সংগ্রহ করতে পারেন।

পুর্জির খবর পাবেন মোবাইল ফোনে।
পুর্জি পাবেন অনলাইনে।

মোবাইলে SMS-এর মাধ্যমে পুর্জি প্রাপ্তির তথ্য পেলেন আখ চাষিভাই।

SMS-প্রাপ্তির পর UDC হতে আখচাষি পুর্জির কপি সংগ্রহ করলেন।

পুর্জি পাওয়ার পর আখচাষি সময়মত মিলে আখ সরবরাহ করতে পারলেন।

অনলাইন পুর্জি ঃ ২০১১-১২ আখ মাড়াই মৌসুম হতে চলতি মাড়াই মৌমুম পর্যন্ত মিল হতে পুর্জির এসএমএস প্রাপ্তির পর আখচাষিগণ নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) অথবা ইন্টারনেট সুবিধা সংবলিত কম্পিউটার থেকে অনলাইনে পুর্জি দেখতে এবং প্রিন্ট করতে পারেন। মিলগুলোতে ই-পুর্জি কার্যক্রম চালু হওয়ায় আখক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের সংবাদে উঠে এসেছে।

ই-গেজেট ঃ ই-পুর্জি ব্যবস্থাপনায় সফলতার পর সেবার পরিধি আরো বিস্তৃত করতে চালু করা হয়েছে ই-গেজেট। এর মাধ্যমে চাষিরা ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে পুরো মৌসুমের কেন্দ্র ও ইউনিটভিত্তিক আখক্রয়ের আগাম কর্মসূচি দেখতে পাবেন। সংস্থার অধীন ফরিদপুর চিনিকলে পরীক্ষামূলকভাবে ই-গেজেট সফটওয়্যার (Develop) করে ২০১৪-১৫ আখমাড়াই মৌসুমে চালু করা হয়েছে যা ২০১৭-১৮ আখমাড়াই মৌসুমেও সকল চিনিকলে সফলভাবে চলছে।

ই-পেমেন্ট ঃ ই-পুর্জি ও ই-গেজেট প্রচলনের পর চিনিকলগুলোতে এবার মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখেরমূল্য পরিশোধের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা রূপালী ব্যাংক শিওর ক্যাশ-এর মাধ্যমে সকল চিনিকলে একযোগে চালু করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ মাড়াই মৌসুমে সকল চিনিকলের আখচাষিদের আখের মূল্য মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। চলতি মাড়াই মৌসুমেও এ কার্যক্রম সফলভাবে চলছে। পাশাপাশি চাষিদেরকে আখচাষে প্রণোদনার অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।

প্যাকেজে রূপান্তরিত করে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এ অটোমেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে হিসাব বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এতে বিএসএফআইসি'র দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কাগজের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপস

মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহ দেশের যে কোন স্থান থেকে বিএসএফআইসি'র ওয়েবসাইট (www.bsfic.gov.bd) হতে পাওয়া যায়। এছাড়াও গুগল প্লে-স্টোর হতে বিএসএফআইসি'র মোবাইল অ্যাপস ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফেসবুকের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি

ফেসবুক ব্যবহারের মাধ্যমে বিএসএফআইসি'র সদর দপ্তর ও মিল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে আইডিয়া ও কর্ম-অভিজ্ঞতা শেয়ার এর প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করার জন্য নিজস্ব ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে। এই ফেসবুকে বিএসএফআইসি'র অধীনস্থ মিল প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলো যেমন আখরোপণ, মিলে আখমাড়াই উদ্বোধন কার্যক্রম, প্যাকেটজাত চিনি বিক্রির কার্যক্রম অন্যতম। এই ফেসবুক পেজে বিএসএফআইসি'র অধীনস্থ ১৫টি চিনিকলের অধিকাংশ কর্মকর্তাগণ যুক্ত হয়েছেন এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এছাড়া বিএসএফআইসি'র ওয়েবপোর্টালের সামাজিক যোগাযোগ অংশে ফেসবুক পেজ লিংক করা হয়েছে।

কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

চিনিশিল্পের প্রধান কাঁচামাল আখ। মিলজোন এলাকার আখচাষিদের আখচাষে সহায়তার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ রোগমুক্ত উন্নতমানের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি উপকরণ ও নগদ টাকা ঋণ হিসেবে প্রতি মৌমুমে প্রদান করে। পরবর্তীতে মিলে আখ সরবরাহের সময় প্রদত্ত ঋণ সরবরাহকৃত আখের মূল্য হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায় করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও A2I প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে ২১ ও ২২ মে দু'দিনব্যাপী কর্মশালায় বিএসএফআইসি'র পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ৪টি ই-সেবার মধ্যে "কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" নামক ই-সেবাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিএসএফআইসি'র পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক "কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" বাস্তবায়নের রোডম্যাপ চূড়ান্ত করে A2I-এ প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য A2I-এর ই-সার্ভিস ডিজাইন অ্যান্ড প্লানিং, TOR, EOI এবং RFQ সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশে এই প্রথম আখচাষিদের ঋণ ব্যবস্থাপনায় বর্ণিত ই-সেবা থেকে আখচাষিগণ নিম্নলিখিত সুবিধা পাবেন ঃ

- নিজস্ব পাস বইয়ের নম্বর থেকে ঋণের হিসাব জানা সহজ হবে।
- আখচাষির নিজস্ব পাসবই নম্বরে হিসাবের স্বচ্ছতা আসবে।
- আখচাষিগণ সহজে ঋণ নিতে পারবেন।
- ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে, ঝুট-ঝামেলা কমবে।
- ঋণের বিপরীতে সার, কীটনাশক, বীজ এবং নগদ টাকার হিসাব অন-লাইনে সহজে রাখা যাবে।
- ঋণের জন্য চিনিকলের কর্মকর্তা-কর্মচারির পিছনে আর ঘুরতে হবে না।
- ঋণ পেতে সময়, অর্থ এবং যাতায়াত খরচ কমে যাবে।
- ঋণের হিসাবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।